দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 15 NOV 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের উদ্বেগ

বাংলাদেশে শিক্ষার্থীদের একটি বড় সমস্যা হচ্ছে ভর্তি। পরীক্ষায় ভাল ফল করার পরও ভর্তি নিয়ে রীতিমতো উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় থাকতে হয় তাদের। অনেক শিক্ষার্থীই তাদের পছন্দের বিষয়ে ভর্তি হতে পারে না। ভর্তি হতে পারে না তাদের পছন্দের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। শিক্ষার্থীদের পরবর্তী শিক্ষাজীবনে এর একটা বিরূপ প্রভাব পড়ে। ফলে অনেক ভাল ছাত্র বা ছাত্রীকেও দেখা যায় উচ্চ শিক্ষা স্তরে এসে ভাল ফল করতে পারছে না। পছন্দের বিষয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে না পারার হতাশা থেকে অনেকেই অমনোযোগী হয়ে পড়ে। শিক্ষার্থীদের এই পছন্দের বিষয়ে বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে না পারার অন্যতম কারণ হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সমন্বয়হীনতা। ভর্তি কার্যক্রমে সমন্বয় না থাকার কারণে বিপাকে পড়তে হয় শিক্ষার্থীদের। এমনিতেই ভর্তিযুদ্ধে তীব্র প্রতিযোগিতা। তার ওপর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সমন্বয়হীনতায় বঞ্চিত হচ্ছে অনেক শিক্ষার্থী। গত বছরও এমনটি হয়েছিল। একই দিনে ভর্তি পরীক্ষা আহ্বান করেছিল অনেক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। গত বছরের মতো এবারও একাধিক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে একই দিনে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ফলে এবারও অনেক পরীক্ষার্থী তাদের পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দেবার সুযোগ পাবে না। গত মাসে মেডিক্যাল কলেজগুলোতে একই সঙ্গে ভর্তি পরীক্ষা হয়ে যাবার পর সেখানে ভর্তিচ্ছুরা নিশ্চিত হয়ে গেছে। এ মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে শুরু হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা। এ বছর এইচএসসি উত্তীর্ণ এক লাখ শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে—এমন আশঙ্কা করা হচ্ছে। এমনিতেই এ বছর রেকর্ডসংখ্যক শিক্ষার্থী এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। আবার একই দিনে অনেক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা হবার কারণে অনেক শিক্ষার্থীকেই যে কোন একটি বিশ্ববিদ্যালয় বেছে নিতে হবে। ফলে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হবার সুযোগই পাবে না অনেক শিক্ষার্থী ফলে তাদের শিক্ষাজীবন থেকে ঝরে যাবে একটি বছর। অনেককেই বাধ্য হয়ে ভর্তি হতে হবে বেসরকারী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। আবার বেসরকারী অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মান নিয়ে প্রশ্ন আছে। ফলে নিশ্চিত করা যাচ্ছে না অনেক শিক্ষার্থীর ভবিষ্যত উচ্চশিক্ষা।

সরকারী হিসেব অনুযায়ী দেশে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আসন সংখ্যা ১ লাখ ৮৫ হাজার ২৬০। আর এবার এইচএসসিতে উত্তীর্ণ হয়েছে ২ লাখ ৭৭ হাজার ৫২৩ শিক্ষার্থী। কাজেই উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসনে চেয়ে এবার উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ১ লাখ বেশি। এই শিক্ষার্থীরা কোথায় যাবে, এটা একটা বড় প্রশ্ন। এরই মধ্যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তি ফরম বিক্রি শেষ হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হবে ৭ ডিসেম্বর, চলবে আগামী বছরের ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হবে ১৫ নবেম্বর থেকে। শেষ হবে ৪ ডিসেম্বর। আগামী ২৩ নবেম্বর দেশের পাঁচ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবার কথা।

ঐ দিন সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের বিবিএ কোর্স, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদ ও কৃষি ব্যবসা প্রশাসন অনুষদ, ইব্রাহিম মেডিক্যাল কলেজ ও ঢাকা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি কলেজে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবার কথা। একই দিন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়েও ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবার কথা রয়েছে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমনিতেই আসন সংখ্যা সীমিত। তারপর একই দিনে ভর্তি পরীক্ষার তারিখ দেয়াতে বিপাকে পড়েছে অনেক শিক্ষার্থী। তাদেরকে এখন বেছে নিতে হবে যে কোন একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। অভিভাবকদেরও উদ্বেগের কারণ হয়েছে এই একই দিনে ভর্তি পরীক্ষা। আমরা আশা করব, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এ ব্যাপারে সচেতন হবে। তাতে কিছুটা হলেও দূর হবে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের উদ্বেগ।